র‍্যাবপঞ্জি

নাম থেকেই পাঠক হয়তো আন্দাজ করে নিয়েছেন যে, এখানে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া র‍্যাব সংক্রান্ত ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের তথ্যের উৎস ছিল দৈনিক পত্রিকা। যে নিয়মে এটি দাঁড় করানো হয়েছে তা হলো– প্রথমেই সংশ্লিষ্ট দৈনিকের নাম ও তারিখসহ থাকছে সংবাদটির শিরোনাম। বর্ণনামূলক অংশটুকু সংশ্লিষ্ট সংবাদটির সংক্ষিপ্ত রূপ। আরেকটা জিনিস বলে নেয়া দরকার। সরকার সামগ্রিকভাবে পুলিশ বিভাগের সংস্কারের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী না হলেও সেনাবাহিনীর মিশেলে পুলিশের মধ্যেই বিশেষ বাহিনী নিয়ে বেশ ক'বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার সূত্র ধরিয়ে দিতেই র‍্যাবপঞ্জির শুরুটা হয়েছে ২০০২ সালের ১৬ মে থেকে এবং এর বিস্তার সীমিত রাখা হয়েছে ২০০৫ সালের ৩০ মে পর্যন্ত। আর এই সঙ্কলনটি তৈরি করেছেন মোয়াজ্জেম হোসাইন তারেক।

১৬ মে ২০০২, দৈনিক ইনকিলাব

সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ

রাজধানীতে নেমেছে র‍্যাপিড একশন ফোর্স

সন্ত্রাস দমনে সরকারের সর্বশেষ কার্যক্রম হিসেবে রাজধানীতে পুলিশের র‍্যাপিড একশন ফোর্স নামানো হয়েছে। সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র এই ফোর্সকে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ডিএমপি কমিশনার মো. আবদুল কাইউম বলেন, দক্ষ ও সাহসী পুলিশ অফিসার দিয়েই এই ফোর্স গঠন করা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত হওয়ার পরেই সন্ত্রাসীদের হাঁটুর নিচে গুলি করতে পারবে।

১৭ মে ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ

র‍্যাপিড একশনের নামে র‍্যাপিড ভোগান্তি!

র‍্যাপিড একশনের নামে রাজধানীতে শুরু হয়েছে র‍্যাপিড ভোগান্তি। এই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে নিরীহ মানুষ। অভিযানের প্রথম দিন রাজধানীতে মোট ৪০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী মাত্র পাঁচজন। বাকিদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে মাত্র ৪৫ জনকে।

২০ মে ২০০২, দৈনিক ইনকিলাব

যৌথ অভিযান হচ্ছে না চেকপোস্টগুলোতে বিডিআর নেই

সন্ত্রাস দমনে পুলিশ-বিডিআরের অভিযান সমন্বয়হীন হয়ে পড়েছে

সরকারি সিদ্ধান্তে সন্ত্রাস দমনে পুলিশ-বিডিআরের যৌথ অভিযান নিয়ে আইন প্রয়োগকারী উভয় বাহিনীর সদস্যদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

২২ মে ২০০২, দৈনিক ভোরের কাগজ

র‍্যাপিড একশনের নামে হয়রানি একশন: কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়নি, অনৈতিকভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনকে

রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে গঠিত মহানগর পুলিশের র‍্যাপিড একশন কার্যত হয়রানি একশনে পরিণত হয়েছে। মহানগর পুলিশের সঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে ধার করে আনা পুলিশ দিয়ে গত প্রায় ১০ দিন ধরে চলা এই অভিযানে পুলিশ আশানুরূপ কোনো ফলই পায়নি। অভিযানের আওতায় গ্রেফতার করতে পারেনি কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী। আর এই ব্যর্থতা ঢাকতে পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

২ জুন ২০০২, দৈনিক বাংলাবাজার

পুলিশের র‍্যাপিড একশন এখন মন্থর অভিযান

পুলিশের র‍্যাপিড একশন কার্যত পরিণত হয়েছে স্লো অভিযানে। তল্লাশি অভিযানেও দেখা যাচ্ছে মন্থরগতি। র‍্যাপিড একশনের মধ্যেই রাজধানীর বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় ছিনতাই, ডাকাতি ও চাঁদাবাজি বেড়ে গেছে।

৪ জুন ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ

র‍্যাপিড একশন মানেই নিরীহ গোবেচারাদের ধরপাকড়!

র‍্যাপিড একশনে গ্রেফতারকৃত ৭ হাজারের মধ্যে ৫ হাজারের বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নেই। নিতান্ত সন্দেহবশত এদের ধরে ডিএমপি অ্যাক্টে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। গ্রেফতারকৃতদের বেশিরভাগই হয় ভবঘুরে, নয়তো বেকার।

১৪ জুন ২০০২, দৈনিক সংবাদ

রাজধানীতে বিশেষ অভিযানের ১ মাস

পুলিশের বিশেষ অভিযানের এক মাসে ঢাকা মহানগরীতে ১০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি গ্রেফতার হলেও কার্যত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া পেশাদার সন্ত্রাসীরা থেকে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। গত ১ মাসে ২৯ ব্যক্তি খুন হয়েছে।

১৪ জুন ২০০২, দি ডেইলি স্টার

Police-BDR 'rapid action drive' proves futile.

Only two most wanted criminals held, 4 tortured to death in Custody during month-long raids. Many city dwellers complained that the 'rapid action drive' launched on May 12 by the DMP and BDR could not shore up confidence in them.

১৭ অক্টোবর ২০০২ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০০৩– এই সময়টা আলাদাভাবে আলোচনার গুরুত্ব রাখে। ২০০২ সালের ১৭ অক্টোবর গভীর রাতে কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী নামানো হয়। আর ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি জারি করা হয় 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩'। এর মধ্যবর্তী সময়ে চালানো হয় তথাকথিত যৌথ অভিযান, যার পোশাকী নাম ছিল 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'। এ অভিযান কার নির্দেশে, কার পরিচালনায়, কী শর্তে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ রকম অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়দের বক্তব্যও ছিল পরস্পরবিরোধী। প্রায় তিন মাস ধরে চলা এ অভিযানে গ্রেফতার হয়েছিল ১১ হাজারেরও বেশি লোক, যাদের মধ্যে সেনা অথবা পুলিশি হেফাজতে মারা যায় ৫৬ জন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'হার্ট এটাক'-এর কথা উল্লেখ করা হয়। অবশেষে দায়মুক্তি আইন করে এই সকল হত্যা ও নির্যাতনের বিচার আইনত নিষিদ্ধ করা হয়।

১৫ জুলাই ২০০২, দৈনিক ইনকিলাব

ট্রাফিকের ন্যায় চেকপোস্টেও চলছে প্রকাশ্য চাঁদাবাজি
বাস-ট্রাক জিম্মি

রাজধানীতে পুলিশের চেকপোস্টের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। চেকপোস্টে দায়িত্বরত অনেক পুলিশ সদস্যই এখন তাদের ওপর ন্যস্ত কর্তব্য ভুলে প্রকাশ্য চাঁদাবাজিতে নেমেছে।

৩ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক জনকণ্ঠ

র‍্যাফ! এ মাসেই ১৪৪ সদস্য নিয়ে আসছে

এ মাসেই রাজধানীতে আসছে ১৪৪ সদস্যের 'র‍্যাপিড একশন ফোর্স'। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই ফোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর অনুকরণে কমান্ডো স্টাইলে তাদের বর্তমানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে জঙ্গলে।

১২ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক সংগ্রাম

জেলা-উপজেলা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার
সন্ত্রাস দমনে পুলিশের 'র‍্যাট' মাঠে নামছে

যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর সদস্যরা গতকাল শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসেছে। এর মাধ্যমে সমাপ্ত হলো ৮৮ দিনের অপারেশন ক্লিনহার্টের একটা পর্যায়। এদিকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য পুলিশ বিভাগে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি থেকে মাঠে নামছে পুলিশের র‍্যাপিড একশন টিম (র‍্যাট)।

১৩ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক বাংলাবাজার

মগবাজারে হচ্ছে অফিস, মোহাম্মদপুর ব্যারাক

মামলা তদন্ত নয়, র‍্যাট সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শুধুই অভিযান পরিচালনা করবে। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পর যৌথ বাহিনীর মতো প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষেই গ্রেফতারকৃত অপরাধীদেরকে 'র‍্যাট' সদস্যরা নিকটস্থ থানায় হস্তান্তর করবে।

১৪ জানুয়ারি ২০০৩, দি ডেইলি স্টার

RAT turn elite, get legal cover

The Government has plans to convert the Rapid Action Team (RAT) into an elite security outfit under a legal framework, as is the case with the Special Security Force (SSF).

২৫ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো

র‍্যাট নামছে আজ থেকে

রাজধানীতে সন্ত্রাস দমন ও সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় পুলিশের নবগঠিত টিম র‍্যাপিড একশন টিমের (র‍্যাট) কার্যক্রম আজ শুরু। ৯ নভেম্বর ২০০২ থেকে শুরু করে ১০ সপ্তাহের ট্রেনিং শেষে সাদা পোশাকে অত্যাধুনিক অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী ধরার দায়িত্ব নিয়ে র‍্যাট অভিযান শুরু করবে।

২৮ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক ইত্তেফাক

র‍্যাট নয় র‍্যাফ, বিনা ওয়ারেন্টে তল্লা*শি* ও গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই

মাঠে নামার আগেই র‍্যাটের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। নতুন নাম হচ্ছে র‍্যাফ অর্থাৎ, Rapid Action Force. তবে র‍্যাফের জন্য কোন আলাদা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে না। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধীনে র‍্যাফ থাকবে। বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও তল্লা*শি*র কোনো ক্ষমতাও তাদের থাকছে না।

৩১ জানুয়ারি ২০০৩, দৈনিক যুগান্তর

সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করছে র‍্যাট

পুলিশের 'র‍্যাপিড একশন টিম' র‍্যাট সদস্যরা রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও অস্ত্রধারীদের তালিকা তৈরি করছে। নগরীর ২২ থানা ও ডিবি পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তালিকা থেকে বাছাই তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, দৈনিক জনকণ্ঠ

ঈদের দিনে কাফরুলেই র‍্যাটের প্রথম অভিযানে সাত আওয়ামী নেতাকর্মী গ্রেফতার

র‍্যাট ঈদের দিনে কাফরুল থানা এলাকায় ১২জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে ৭ জনকে। যাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কারও বিরুদ্ধে কোন মামলা-মোকদ্দমা নেই।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, দি ডেইলি স্টার

RAT busts cops in bribe bid

The Rapid Action Team (RAT) arrested two Police Constables and an Ansar Members while were taking bribe in the city's Tejgaon and Mirpur today.

৩ মার্চ ২০০৩, দৈনিক বাংলাবাজার

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আবারো অবনতি
কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সরকার

রাজধানীসহ সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলার আবারো অবনতি ঘটেছে। সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর রেখে যাওয়া সাফল্য ধরে রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। সেনাবাহিনীর

শূন্যতা পূরণে রাজধানীতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত র‍্যাপিড একশন টিম (RAT) নামানো হলেও এখন পর্যন্ত তারা তাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য বা তৎপরতা দেখতে পারেনি।

৮ মার্চ ২০০৩, দৈনিক ভোরের কাগজ

বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি রুখতে র‍্যাট, গ্রেফতার ১১

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি রোধ করতে এবার তৎপর হয়েছে পুলিশের বিশেষ স্কোয়াড র‍্যাপিড একশন টিম (র‍্যাট)। বিমানবন্দরে কর্মরত ১৫টি নিরাপত্তা সংস্থাকে বাদ দিয়েই গতকাল শুক্রবার র‍্যাট বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি রোধ করতে বিশেষ অভিযান চালায় এবং ১১ জনকে গ্রেফতার করে।

১৮ এপ্রিল ২০০৩, দৈনিক যুগান্তর

চাঁদাবাজির অভিযোগে এবার র‍্যাটের এসি গ্রেফতার

একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে একলাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয় পুলিশের র‍্যাপিড একশন টিমের (RAT) সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) ইকবাল শফিকের বিরুদ্ধে।

৮ মে ২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো

পুলিশের নতুন ব্যাটালিয়ন: সেনাসহ সব শৃঙ্খলাবাহিনী থেকে নিয়োগের সুযোগ

সরকার পুলিশ বাহিনীর একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর নাম হবে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন। তবে সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনী থেকে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্তদের প্রেষণে এনে বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। ১৯৭৯ সালের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ সংশোধন করে এর আওতায় একটি বা একাধিক র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন গঠনের বিধান করা হচ্ছে।

৭ জুলাই ২০০৩, দৈনিক ইত্তেফাক

সংসদে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধন) আইন পাস। র‍্যাব এ আইনের আওতাভুক্ত হলো

গতকাল সংসদে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধন) আইন ২০০৩ পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোপূর্বে গঠিত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন টিমকে আইনের আওতায় আনা হলো। এর সংক্ষিপ্ত নাম হবে র‍্যাব।

২৫ জানুয়ারি ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

র‍্যাবের নেতৃত্বে থাকবে সেনা না পুলিশ

দ্বন্দ্বের কারণে মন্ত্রণালয়ে বৈঠক মুলতবি

নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্বের কারণে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গঠন আবারও পিছিয়ে গেল। সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর ও পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠনের প্রস্তাবিত এই বাহিনীর নেতৃত্বে কারা থাকবেন তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

পরবর্তী হরতালেই মাঠে নামছে র‍্যাব

আওয়ামী লীগের ডাকা ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবারের হরতালেই র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (RAB) সদস্যদের মাঠে নামতে হবে। র‍্যাবকে দ্রুত প্রস্তুত করা হচ্ছে মূলত আগামী হরতালকে সামনে রেখে এবং র‍্যাবের ভূমিকা হবে কঠোর।

৫ মে ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে অনীহা

র‍্যাবের পরিণতি হবে রক্ষীবাহিনীর মতোই?

আইনি প্রক্রিয়ায় আরেক রক্ষীবাহিনীর মতো রূপ নেয়ার উপক্রম হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সরকার বদলের পর এই বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত অনেকেই।

২১ জুন ২০০৪, দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতারণা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে র‍্যাব সদস্য

প্রতারণা করতে গিয়ে এক র‍্যাব সদস্য ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ধরা পড়েছে। এক মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে জিয়াউল প্রতারণার জন্য ধরা পড়ে।

২৬ জুন ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

উত্তরায় মধ্যরাতে র‍্যাবের সাথে পিচ্চি হান্নান বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধ

গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরার ১১ নং সেক্টরে র‍্যাবের সাথে নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান ও তার বাহিনীর ব্যাপক বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। মুখোমুখি এই বন্দুকযুদ্ধে উভয়পক্ষের মধ্যে শত শত রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়।

২৭ জুন ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

গুলিবিদ্ধ শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান গ্রেফতার: একই সঙ্গে ধরা পড়া সহযোগী দেবাশীষকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ

২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর অন্যতম পিচ্চি হান্নানসহ তার ২ সহযোগীকে সাভারের একটি ক্লিনিক থেকে গতকাল শনিবার বিকেলে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এদিকে গ্রেফতারের পর গত রাতেই র‍্যাব সদস্যরা গ্রেফতারকৃত ২ সহযোগীর অন্যতম দেবাশীষকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

১০ জুলাই ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

র‍্যাব হেফাজতে একজনের মৃত্যু

র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের হেফাজতে থাকা অবস্থায় মোহাম্মদপুরের জ ই বি মহল্লার শাহজাহান আলী (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার দুই হাত, দুই পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

১৪ জুলাই ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

কন্যা-স্ত্রীর অভিযোগ: র‍্যাব ও পুলিশই মোহাম্মদ আলীকে হত্যা করেছে

সোমবার রায়েরবাজারে নিহত মোহাম্মদ আলীর কন্যা সোনিয়া স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছে, এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যদের সামনেই র‍্যাব ও পুলিশ দু'দফা গুলি চালিয়ে তার বাবাকে হত্যা করেছে।

১৫ জুলাই ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

র‍্যাব ও পুলিশের নির্মম নির্যাতনের নির্দয় কাহিনী মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে

র‍্যাব ও পুলিশের নির্মম নির্যাতনের নির্দয় কাহিনী মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। র‍্যাব ও পুলিশি হেফাজতে হতাহতের ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে উদ্বেগজনকভাবে। র‍্যাবের হাতে মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে নিহত হয়েছে ৪ জন, পুলিশি হেফাজতে তিন মাসের ব্যবধানে নিহত

হয়েছে ১৩ জন। ভুক্তভোগীদের তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা হচ্ছে, গ্রেফতার বাণিজ্যের জন্য পুলিশি হেফাজতে নিয়ে নির্মম নির্যাতনের কাহিনী এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

১৭ জুলাই ২০০৪, দি ডেইলি স্টার

Witness to Ahsanullah murder dies hours after Rab arrest

A Key Witness Sumon Ahmed Majumder to the killing of Awami League Lawmakers Ahsanullah Master die in hospital in Tongi early yesterday. Apparently from torture during interrogation in the custody of RAB.

১৭ জুলাই ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর

আহসান মাস্টার হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী সুমনের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, র‍্যাব সদস্যরা পিটিয়ে মেরেছে: পরিবারের অভিযোগ

গাজীপুরের প্রয়াত সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী টঙ্গীর যুবলীগ নেতা সুমন আহমেদ মজুমদার হাসপাতালে মারা গেছেন। সুমনের শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত ও আঘাতের চিহ্নও রয়েছে বলে জানা গেছে।

১৮ জুলাই ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

সুমনের মৃত্যু নিয়ে বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন মনে করছে না র‍্যাব

আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সুমন মজুমদারের র‍্যাব হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে কোন বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন মনে করছে না র‍্যাব।

১৮ জুলাই ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

র‍্যাব: ক্ষমতা অনেক, দায়িত্ব নেই

র‍্যাবের কোনো মামলা বা অভিযোগ গ্রহণের এখতিয়ার নেই। সরকার কোনো মামলা তাদের তদন্তে দিলে তারা মামলা তদন্ত করবে এবং তদন্ত সংশ্লিষ্ট আটক বা গ্রেফতার করতে পারবে। কাউকে গ্রেফতার করতে হলে ঐ এলাকার কোনো থানা পুলিশকে জানাতে হবে না।

১৯ জুলাই ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

র‍্যাবের নির্যাতনেই সুমনের মৃত্যু হয়েছে (মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার রিপোর্ট)

টঙ্গীতে র‍্যাবের হেফাজতে আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যা মামলার সাক্ষী সুমন আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিব সিগমা হুদা ও নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট এলিনা খান। তারা র‍্যাবের এই কার্যক্রমকে ন্যক্কারজনক বলে অভিহিত করেছেন।

১৯ জুলাই ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

র‍্যাবের বিরুদ্ধে মামলা করলে পরিণতি হবে করুণ: হুমকি

র‍্যাব হেফাজতে মৃত্যুবরণকারী সুমনের বাবা মনির আহমেদ মজুমদার অভিযোগ করেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করার জন্য তাকে হুমকি প্রদান করা হয়।

২০ জুলাই ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

সুমন নিহত হওয়ায় উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই: র‍্যাবকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার সাক্ষী সুমনের মৃত্যুর ঘটনায় বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর র‍্যাবকে আশ্বস্ত করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, প্রতিমন্ত্রী টঙ্গীতে সুমন নিহত হওয়ার ঘটনার পর র‍্যাব সদস্যদের হতাশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার উল্লেখ করে বলেন, কোনোভাবেই হতাশ হওয়া যাবে না। সুমন সন্ত্রাসীই ছিল।

২০ জুলাই ২০০৪, দি ডেইলি স্টার

Sumon was tortured to death by RAB: 'Says Odhikar report'

Sumon Majumder, a key witness in AL Law maker Ahsanullah Master murder case, was tortured to death by the members of Rapid Action Bettallion (RAB), according to an investigation by Odhiker, a human rights organization.

২২ জুলাই ২০০৪, বাংলাবাজার

বেআইনি প্রবেশ ও ভাঙচুরের অভিযোগ

মধ্যরাতে ডিওএইচএসে সেনা কর্মকর্তার বাসায় র‍্যাবের অভিযান

র‍্যাবের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযানের নামে গভীর রাতে নিউ ডিওএইচএস আবাসিক এলাকায় এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার বাসায় বেআইনিভাবে ঢুকে ঘরের মালামাল তছনছ এবং এলাকার প্রবেশ গেট বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ফেরা লোকজনকে অযথা হয়রানির অভিযোগ উঠেছে।

২৩ জুলাই ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবকে মানুষ খুনের লাইসেন্স দিয়েছেন: শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী সুমন আহমেদ মজুমদার হত্যার বিচার দাবি করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া র‍্যাবকে মানুষ খুন করার লাইসেন্স দিয়েছেন।

৪ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

সিলেটে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ

দক্ষিণ সুরমার ভার্থখলা এলাকা থেকে র‍্যাব সদস্যরা কয়েক যুবক ও ব্যবসায়ীকে আটক করে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন। দক্ষিণ সুরমা বাস টার্মিনাল রোড ব্যবসায়ী সমিতি এক বিবৃতিতে র‍্যাবের এক ঝটিকা অভিযানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ব্যবসায়ীদের মারধর ও বিনা কারণে নিরীহ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

৬ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

র‍্যাবের ভয়ে সন্ত্রাসীরা ভারত পালিয়েছে

সন্ত্রাসী দমনের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে র‍্যাবের অভিযান জোরদার করার সাথে সাথে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা এখন অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে

"ক্রসফায়ারে মারা যাওয়া প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ১৮-২০টি করে মামলা রয়েছে, ক্রসফায়ারে মারা যাওয়া আল্লাহর বিচারেই হচ্ছে।" – ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, যোগাযোগ মন্ত্রী

পালিয়ে যাচ্ছে ভারতে। বেশির ভাগ সন্ত্রাসী স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় সীমান্ত হয়ে চোরাইপথে পালিয়ে যায় ভারতে।

৭ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

চট্টগ্রামে র‌্যাবের নির্যাতনে মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃত্যুর অভিযোগ

চট্টগ্রামে র‌্যাবের হেফাজতে এক মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন। তার নাম মো. শাহনেওয়াজ। র‌্যাব তার কাছ থেকে ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধারের কথা জানালেও নিহতের ভাই ইসলাম দাবি করেছেন, র‌্যাবের বক্তব্য সত্য নয়। তার কাছে গুলি পাওয়া গেছে এই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

৭ আগস্ট ২০০৪, The New Age

RAB shoots Pichchi Hannan Dead, Associates trade fire with elite force; Sixth death in custody in two months

One of the 3 most wanted criminals on the list of the Dhaka metropolitan police Pichchi Hannan was killed during a shootout between the capital. It was sixth death in RAB custody since the elite force started operations about two months back.

৮ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

এমপির নির্দেশে বাবাকে মারা হয়েছে, সরকারের কাছে বিচার চাই: পিচ্চি হান্নানের মেয়ে আইরিন

২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর অন্যতম পিচ্চি হান্নানের লাশ গ্রহণ করার সময় তার মেয়ে আইরিন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছে যে, একজন এমপির নির্দেশেই তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। নির্বাচনে তার বাবা এমপির পক্ষে অনেক কাজ করেছে। তার বাবাকে গ্রেফতারের একদিন পর মা ডালিয়া র‌্যাব অফিসে গিয়ে ৫ লাখ টাকা দিয়ে আসে। আর ও ৫ লাখ টাকা দেয়ার কথা ছিল। র‌্যাব ওয়াদা দিয়েছিল তার বাবাকে নির্যাতন কিংবা হত্যা করা হবে না, কিন্তু তারা তাদের কথা রাখেনি।

৯ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

গডফাদারদের আড়াল করতেই কি পিচ্চি হান্নানকে হত্যা করা হলো

শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান নিহত হওয়ার পর ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করা হচ্ছে যে গডফাদারদের রক্ষা করতেই র‌্যাব কাজ শুরু করেছে। এদিকে পিচ্চি হান্নানের কথিত গডফাদারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের কথা হচ্ছে– পিচ্চি হান্নানের মতো সন্ত্রাসীরা মারা পড়ছে, কিন্তু গড ফাদাররা ঠিকই আড়ালে থেকে যাচ্ছে।

১১ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের উদ্বেগ: র‌্যাবকে খালেদা তারেকের ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে

আওয়ামী লীগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের নামে গঠিত র‌্যাপিড একশন ব্যাটলিয়ন (র‌্যাব) কর্মকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, দেশের প্রচলিত আইন যারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে সরকারের এই বিশেষ বাহিনী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার ছেলে তারেক জিয়ার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে এবং এদের ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠছে।

১৩ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো (সম্পাদকীয়)

র‌্যাব এবং হেফাজতে মৃত্যু

এসব বাহিনীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন

র‌্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এটা উদ্বেগজনক, এ পর্যন্ত র‌্যাব হেফাজতে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ৯। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া কি সমর্থনযোগ্য?

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর

র‌্যাবের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধে শিশুসহ নিহত ২

রাজধানীর সবুজবাগে র‌্যাব সদস্যদের সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় অস্ত্র ব্যবসায়ী সোবাহান, এ ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে পাঁচ বছরের শিশু মায়েশা।

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

ডগ স্কোয়াডের ৪০টি কুকুর র‌্যাবের কাছে হস্তান্তর

পুলিশের ডগ স্কোয়াডের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০টি কুকুর র‌্যাবের কাছে হস্ত ান্তর করা হয়েছে। র‌্যাব সদস্যরা ইতোমধ্যে ৪টি কুকুরকে বিস্ফোরক সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছে।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর

চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ গ্রেফতার অভিযান

ঢাকায় আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনার পর চট্টগ্রামে তিন শতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর একটি তালিকা তৈরি করে পুলিশ এবং র‌্যাব প্রতিরাতে তাদের বাসায় অভিযান চালাচ্ছে। *সংশ্লিষ্ট* সূত্র জানায়, ২১ আগস্ট ঘটনার পর চট্টগ্রামে সরকারবিরোধী আন্দোলন যাতে দানা বেঁধে উঠতে না পারে সেজন্য ছাত্রলীকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবেই প্রশাসন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের একটি তালিকা করে অভিযান চালানোর জন্য র‌্যাবের প্রতি নির্দেশ আছে।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

আহমদ্যা মারা গেল কিভাবে

হতাশ বিএনপি বলছে: জামাতের যোগসাজশে ক্রসফায়ার, র‌্যাব বলেছে: বন্দুকযুদ্ধ, পুলিশ বলছে: তারা শুধু লাশ এনেছে

চট্টগ্রাম আন্ডারওয়ার্ল্ডের অধিপতি, সদ্য জামাত ছেড়ে বিএনপিতে আসা সাতকানিয়ার এওচিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আহমদুল হক চৌধুরী আহমদ্যা র‌্যাবের হাতে ধরা পড়ার ৬ ঘণ্টার মধ্যেই নিহত হয়েছে। দক্ষিণ জেলা বিএনপি দাবি করেছে, জামাত ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেয়ার কারণে জামাতের যোগসাজশে হত্যা করা হয়েছে আহমদ্যাকে।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

র‌্যাব হেফাজতে নিহত ২১ জনের মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই

র‌্যাব এখন একটি আতঙ্কের নাম, র‌্যাব গঠন করার ৩ মাসের মধ্যে র‌্যাবের কথিত ক্রসফায়ারে মারা গেছে ২১ জন। এর মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আজ অবধি প্রমাণ হয়নি।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর

চট্টগ্রামে ভুয়া র‍্যাব ক্যাপ্টেনসহ ৫ জন গ্রেফতার

র‍্যাব এবং পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে এক ভুয়া র‍্যাব কর্মকর্তাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার ও তিনটি বন্দুক উদ্ধার করেছে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

র‍্যাবের হাতে কনস্টেবল প্রহৃত, খুলনা পুলিশে উত্তেজনা

র‍্যাব সদস্যদের হাতে গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন পুলিশ কনস্টেবল প্রহৃত হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। রূপসা ফেরিঘাটের মুড়ি বিক্রেতা মুড়ি কম দিলে দুই কনস্টেবল তাকে চড় মারে। ওই সময় ওই পথে যাওয়া র‍্যাব সদস্যরা মুড়িওয়ালা প্রহৃত হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দুই কনস্টেবলকে ধরে নিউজপ্রিন্ট ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পুলিশ পরিচয় জানার পরও মারধর করে। তবে কোনো কিছু যাচাই না করে পুলিশ সদস্যদের প্রহৃত করায় পুলিশ বাহিনীর মধ্যে চরম ক্ষোভ কাজ করছে।

২ অক্টোবর ২০০৪, ভোরের কাগজ

র‍্যাব কি ঘাতক বাহিনী হয়ে উঠছে? হাজার রাউন্ড গুলির চিহ্ন কোথায়? লাশে পোড়া দাগ কেন? র‍্যাব ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মিলছে না

বিএনপি বিতর্কিত সাংসদ সাকা চৌধুরীর আশ্রিত ক্যাডার হিসেবে পরিচিত জানে আলমের সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপের সঙ্গে র‍্যাব ৬ ঘণ্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে ১০ জন নিহত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, র‍্যাব কি ক্রমশ ঘাতক হয়ে উঠেছে? কারণ অল্প কিছুদিন আগে গঠিত হলেও এর মধ্যেই এ বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে ৩৩ জন। এর মধ্যে ১১ জনই নিরীহ।

৩ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

ক্রসফায়ার বিশেষ ভবনের ইঙ্গিতে: মানবাধিকার লঙ্ঘিত, আইনের শাসন উপেক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন

বর্তমান জোট সরকার র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে। সন্ত্রাসীদের হেফাজতে এনে সরাসরি হত্যা করে যে চিত্র এ বাহিনী জনগণকে উপহার দিচ্ছে তাতে দেশে আইন ও বিচারালয়ের ভূমিকা অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। তবে র‍্যাবের হেফাজতে যারা মারা যাচ্ছে র‍্যাব সেগুলোকে ক্রসফায়ারে মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করছে।

৫ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

ইউপি চেয়ারম্যানকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরেছে র‍্যাব

বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ও শহর যুবদল সভাপতি শেখ লিটনকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে র‍্যাব সদস্যরা। পুলিশ জানায়, বিভিন্ন সময়ে প্রণীত পুলিশের সন্ত্রাসী তালিকায় শেখ লিটনের নাম আছে। তবে জেলা গোয়েন্দা তালিকায় তার নাম নেই। জেলার কোনো থানায় লিটনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে কিনা তা পুলিশ খুঁজে দেখছে।

৬ অক্টোবর ২০০৪, প্রথম আলো

ব্যয় হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা

র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র আনা হচ্ছে। সরকার র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) গোয়েন্দা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হচ্ছে।

৬ অক্টোবর ২০০৪, ভোরের কাগজ

বাগেরহাটে চেয়ারম্যান হত্যা, র‍্যাবকে দায়ী করেছে বিএনপি, বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

বাগেরহাটের নিহত ইউপি চেয়ারম্যান শেখ লিটন হত্যার ঘটনায় বাগেরহাট জেলা বিএনপি এক জরুরি সভায় লিটন হত্যার জন্য র‍্যাবকে দায়ী করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে।

৮ অক্টোবর ২০০৪, প্রথম আলো (সম্পাদকীয়)

এলিটফোর্স র‍্যাব: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে

অপরাধ দমনের সঙ্গে জড়িত যেকোনো বাহিনীর জন্য সুস্পষ্ট আইনগত কাঠামো থাকা জরুরি। কারণ এর মাধ্যমেই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। আইনের শাসনের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। র‍্যাবকেও তার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

১১ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

খুলনা পত্রিকা সম্পাদকের বাসায় র‍্যাবের তল্লাশি ও ভাঙচুরের নিন্দা

অনুমতি ছাড়া খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও স্থানীয় দৈনিক তথ্য পত্রিকার সম্পাদক এস এম নজরুল ইসলামের বাসভবনে র‍্যাব সদস্যদের প্রবেশ ও তল্লাশির নামে ভাঙচুরের ঘটনায় খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নিন্দা জানানো হয়েছে।

১৪ অক্টোবর ২০০৪, জনকণ্ঠ

র‍্যাব সংবিধান মানছে না: ক্রসফায়ারে মৃত্যুর নামে করছে আইন-বহির্ভূত হত্যা

দেশের নেতৃস্থানীয় ৭টি মানবাধিকার সংগঠন একযোগে বলেছে, র‍্যাব আইন সংবিধান কিছুই মানছে না। ক্রসফায়ারে মৃত্যুর নামে তারা চালাচ্ছে আইন-বহির্ভূত হত্যা। র‍্যাবের হেফাজতে এসব হত্যাযজ্ঞ সংবিধান পরিপন্থি। সাক্ষী, প্রমাণ সংগ্রহ ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে র‍্যাবের ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

১৫ অক্টোবর ২০০৪, সংবাদ

লাগামহীন র‍্যাব, আতঙ্কের অপর নাম র‍্যাব
ওরা যা খুশি তাই করতে পারে

মাসুম চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই থানায়, এলাকার লোকজনও বলছে সে ভালো ছেলে। তারপরও র‍্যাব তাকে গ্রেফতার করেছে, চালিয়েছে নির্মম শারীরিক নির্যাতন। র‍্যাবের অভিযোগ সে ছাত্রলীগ করে। সোনারগাঁয়ের মোগড়াপাড়া এলাকাতে গ্রেফতার হওয়া মাসুম জানায়, আদমজীতে র‍্যাব কার্যালয়ে নেয়ার পর তার ওপর চলে

"র‍্যাব বিনা বিচারে মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, এটা গণহত্যা ও সংবিধানবিরোধী।"
– ড. কামাল হোসেন, সভাপতি গণফোরাম

অমানবিক নির্যাতন। নারায়ণগঞ্জ সদরের লাইফ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাসুমকে এ ব্যাপারে মামলা করতে চায় কিনা জানতে চাইলে সে জানায়, র‍্যাব এখন আমার কাছে এক আতঙ্কের নাম। মামলা তো দূরের কথা তাদের ছায়াও আমি মাড়াতে চাই না।

১৬ অক্টোবর ২০০৪, প্রথম আলো

র‍্যাবের জন্য এফবিআইয়ের আদলে ডিজিটাল যোগাযোগ সাড়ে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চালু হবে আগামী মাসে

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিমান, আটক সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে স্থায়ী তথ্য সংরক্ষণ ও সমন্বিত গোয়েন্দা কার্যক্রম চালাতে র‍্যাব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এফবিআইয়ের আদলে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৯ অক্টোবর ২০০৪, জনকণ্ঠ

খাতুনগঞ্জে র‍্যাবের লঙ্কাকাণ্ড, ২৫ টাকার পেঁয়াজ ১৫ টাকায় বিক্রি

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে যাওয়ায় সরকার যখন দিশেহারা, তখন চট্টগ্রামে আমদানি পণ্যের বৃহত্তর পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে র‍্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে। র‍্যাব সদস্যরা ২ ঘণ্টাব্যাপী ত্রাস চালিয়ে ২৫ টাকার পেঁয়াজ ১৫ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করেছে।

২৩ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

র‍্যাব পরিচয় দিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে ট্রলারে লুট

র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গত বুধবার রাতে সন্দ্বীপ চ্যানেলে দুর্বৃত্তরা পণ্য ও সার বোঝাই একটি ট্রলারে হামলা দিয়ে কয়েক লাখ টাকার মালামাল লুট করেছে।

২৪ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

র‍্যাব আতঙ্কে মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে র‍্যাব আতঙ্কে আবুল হোসেন (৪০) নামের এক লোক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

২৫ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

সীতাকুণ্ডে র‍্যাবের হাতে সাংবাদিক আটক করে ৮ ঘণ্টা পর মুক্তি

কোনো মামলা বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই সীতাকুণ্ডে এক সাংবাদিককে আটক করেছে র‍্যাব। র‍্যাবের একটি টিম বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় আজকের কাগজ উপজেলা প্রতিনিধি সেকান্দার হোসেনকে। সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাব সাংবাদিক হয়রানির ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, র‍্যাব একটি কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় এ ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। তা সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ।

২৬ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

র‍্যাব গঠনের আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

র‍্যাব গঠন আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। রাজিউর রহমান চৌধুরী নামে সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী বাদি হয়ে হাইকোর্টে এই রিট মামলাটি দায়ের করেন।

২৭ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

আল্লাহর বিচারেই ক্রসফায়ারে মৃত্যু হচ্ছে, বলেছেন নাজমুল হুদা

যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজুমল হুদা র‍্যাব সদস্যদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেছেন, ক্রসফায়ারে মারা যাওয়া প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ১৮-২০টি করে মামলা রয়েছে, ক্রসফায়ারে মারা যাওয়া আল্লাহর বিচারেই হচ্ছে। তিনি বলেন র‍্যাব, ভালো কাজ করছে। র‍্যাব সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। ক্রসফায়ারে নিরীহ কেউ মারা গেলে এক্সিডেন্ট বলতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২৮ অক্টোবর ২০০৪, প্রথম আলো

যুবলীগ সমাবেশে বক্তারা: রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় র‍্যাব দানবে পরিণত হয়েছে

আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বক্তব্যে বলেছেন, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় র‍্যাব আজ দানবে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমনভাবে ডেকে নিয়ে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয় না। তারা বলেন, এমন দিন বেশি দূরে নয় যখন জনগণ এই খুনিদের বিচার করবে।

২৯ অক্টোবর ২০০৪, প্রথম আলো

বরিশালে সংবাদ সম্মেলন, যুবদলের ৩০০ নেতার পদত্যাগ পরিবারের দাবি: মেয়রের ইন্ধনে র‍্যাব মেহেদীকে হত্যা করেছে

র‍্যাব অভিযানে নিহত যুবদল নেতা মাহবুবুল আলম মেহেদীর পরিবার র‍্যাবের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তুলেছে।

৩ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো (সম্পাদকীয়)

র‍্যাবের দায়মুক্তি প্রশ্ন, ক্রসফায়ারে মৃত্যুর আইনি প্রতিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর র‍্যাবের কাজের জন্য কোনো ধরনের দায়মুক্তির প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছেন। র‍্যাব সদস্যদের দায়মুক্তি না দেয়ার প্রশ্নটি যখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মুখে উচ্চারিত হলো তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় এই বাহিনীর কোনো দায় রয়েছে।

১ নভেম্বর ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

র‍্যাবের কিছু কার্যক্রম মানবাধিকার ও সংবিধান পরিপন্থি

ন্যাশনাল ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের (এনইউপিএফ) এক কর্মশালায় বক্তারা র‍্যাবের কিছু কার্যক্রমকে মানবাধিকার ও সংবিধান পরিপন্থি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বক্তারা কিছুদিন আগে র‍্যাব কর্তৃক বাগেরহাটের কাড়াপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ লিটনের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

৩ নভেম্বর ২০০৪, দৈনিক সংবাদ

র‍্যাবকে ২ লাখ টাকা না দেয়ায় শফিকুলকে মেরে ফেলেছে

সিদ্ধিরগঞ্জের মাইলপাড়ায় নিহত শফিকুলের মা ও বাবা র‍্যাবকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছিল। আর দুই লাখ টাকা না দেয়ায় তাদের ছেলেকে র‍্যাব মেরে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন।

৬ নভেম্বর ২০০৪, প্রথম আলো

বরিশালে র‍্যাবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

বরিশাল সিটি করপোরেশনের কমিশনার ও মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম মেহেদীকে হত্যা ও মূল্যবান মালামাল লুটের

অভিযোগে র‍্যাবের একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে বরিশালের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

২১ নভেম্বর ২০০৪, প্রথম আলো

র‍্যাব অভিযানে মৃত্যুর একটি ঘটনারও নির্বাহী তদন্ত হয়নি

পুলিশ বিধিমালা মানা হচ্ছে না, নিজস্ব নীতিমালা এখনো হয়নি। সারাদেশে গত পাঁচ মাসে বন্দুকযুদ্ধ ও ক্রসফায়ারে নিহত ৪৫টি মৃত্যুর একটিরও ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ সামান্য তদন্তও করেনি।

২৪ নভেম্বর ২০০৪, ভোরের কাগজ

র‍্যাবের ক্রসফায়ার কাহিনী প্রশ্নের সম্মুখীন
গুটিয়ায় নিহতদের শরীরে রয়েছে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন

টাহরি গুটিয়া গ্রামে ঘটে যাওয়া নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে র‍্যাবের সাজানো নাটক ভেস্তে যেতে বসেছে। নিহতদের প্রত্যেকের শরীরে পাওয়া গেছে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন।

২৮ নভেম্বর ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর

র‍্যাবের হাতে মৃত্যু: নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে জাসদ

জাসদ জাতীয় কমিটির সভা থেকে র‍্যাবের গঠন ও কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি ও বৈধতা সুস্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়ে এ বাহিনীর হাতে বিচার-বহির্ভূত সব হত্যা ও নির্যাতনের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

২৯ নভেম্বর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

র‍্যাবের দায়িত্ব পালন: হাইকোর্টের রুল

২৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট রিয়াজুর রহমান চৌধুরী ও শেখ গোলাম হাফিজের দায়ের করা একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে, র‍্যাব যে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালন করছে তা নিশ্চিত করতে কেন নির্দেশ প্রদান করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য গতকাল সরকারের প্রতি হাইকোর্টের নোটিশ।

৩০ নভেম্বর ২০০৪, প্রথম আলো

ক্রসফায়ারে নিহত মহিমের লাশ পুলিশ পাহারায় দাফন

র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মহিম উদ্দিন মহিমের লাশ পুলিশ প্রহরায় দাফন হয়।

১ ডিসেম্বর ২০০৪, ভোরের কাগজ

ক্রসফায়ারে হত্যার সঙ্গে মানবাধিকার প্রশ্ন জড়িত নয়, আইনমন্ত্রীর অভিমত

র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে মানবাধিকার প্রশ্ন জড়িত নয় বলে মনে করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। ৩০ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের ক্রসফায়ার সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, র‍্যাবের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে মৃত্যু হলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে না। কারণ আত্মরক্ষার জন্য র‍্যাব গুলি ছোঁড়ে।

১ ডিসেম্বর ২০০৪, প্রথম আলো

ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী মহিমের মৃত্যু নিয়ে চট্টগ্রামে নানা প্রশ্ন
জামাত শিবিরের প্রতি পক্ষপাত?

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপপাঠাগার সম্পাদক ও তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মহিম উদ্দিন মহিমের র‍্যাব হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। সাম্প্রতিক সময় সারাদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মৃত্যুর ঘটনা তুলনামূলক বেশি হলেও জামাত শিবির নামধারী সন্ত্রাসীদের প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

১ ডিসেম্বর ২০০৪, সংবাদ

পলাশীতে যুবককে গ্রেফতার করায় র‍্যাব সদস্যদের ঘেরাও করেছে জনতা

রাজধানীর পলাশী এলাকা থেকে মো. হানিফ নামে এক যুবককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলেই র‍্যাব সদস্যদের ঘেরাও করে তারা ওই যুবককে নিরপরাধ দাবি করে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে, সোমবার র‍্যাব সদস্যরা হানিফকে পলাশী এলাকার অরফানেজ রোডস্থ বাসা থেকে গ্রেফতার করে। তাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী তার টং দোকানে অভিযান চালিয়ে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। পরে তাদের বাসায় ঢুকে অভিযান চালানোর সময় র‍্যাবের সোর্স ঘরে ঢুকে তার পকেট থেকে অস্ত্র বের করে হানিফের বাসায় বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখে।

১ ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

আলোচনা নয়, ক্রসফায়ার নিয়ে কোর্টে যান: স্পিকার

র‍্যাবের ক্রসফায়ার নিয়ে মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে আবারও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধীদলীয় সাংসদগণ। বিরোধীদলীয় সাংসদগণ এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জবাব দিতে বলেন। তখন স্পিকার ক্রসফায়ার নিয়ে আদালতে যেতে পরামর্শ দেন।

২ ডিসেম্বর, ভোরের কাগজ

জামায়াতের হয়ে কাজ করছে র‍্যাব?

ক্রসফায়ারে একের পর এক খুন করে র‍্যাব কি জামাত শিবিরের পথের কাঁটা দূর করছে। র‍্যাব কি তাদের পক্ষ হয়ে তাদের অগ্রযাত্রাকেই ত্বরান্বিত করছে। র‍্যাবের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন মহল থেকে এই প্রশ্ন এখন জোরদার হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, স্বাধীনতাবিরোধী জামাত শিবির বিরোধীদের দমন করার জন্যই র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কাজ করে যাচ্ছে।

৩ ডিসেম্বর ২০০৪, যুগান্তর

র‍্যাব নিরীহ মানুষ হত্যা করেনি প্রয়োজনে আরও কঠোর হবে: স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বলেছেন, সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও কিছু বেসরকারি সংগঠন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, র‍্যাব কোনো নিরীহ মানুষ হত্যা করেনি, র‍্যাব প্রয়োজনে আরও কঠোর হবে। বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাস থাকবে না।

> *"র‍্যাবের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে মৃত্যু হলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে না।"*
> *– ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী*